যুগান্তর

তারিখ . 23 . JUN. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইবিতে গাছ বিক্রির নামে হরিলুট

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে মরা গাছের টেন্ডার ক্রয় করে জীবিত গাছ কেটে
নিয়ে যাচ্ছে গাছের টেন্ডার ক্রয়কারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৮টি মরা গাছের টেন্ডার
নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গা থেকে জীবিত গাছও কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ
উঠেছে, টেন্ডার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের যোগসাজশে নামমাত্র দামে বিক্রি করে দেয়া
হয়েছে এসব মূল্যবান গাছ। লাখ লাখ টাকা মূল্যের এসব গাছ পানির দরে বিক্রি করে
দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক-কর্মকর্তারা।
প্রত্যক্ষদর্শী, প্রক্টর ও এস্টেট অফিস সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৮টি মরা গাছ
বিক্রির জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। সে হিসেবে ৮ জুন, স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ী
ছাবদুলের সঙ্গে দও কষাকষি শেষে টেন্ডার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতরা ১ লাখ ৩২ হাজার
টাকায় ২৬৮টি গাছ বিক্রি করতে সম্মত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কাঠ
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১ লাখ ৩২ হাজার টাকায় ২৬৮টি গাছ
বিক্রয়ের ব্যাপারে যে টেন্ডার হয়েছে সেটি মূল দামের চেয়ে অনেক কম। তাদের
ভাষ্যমতে, এ হিসাবে একটি গাছের বিক্রয় মূল্য হয় মাত্র ৪৯২ টাকায়। সরেজমিন
ক্যাম্পাস ঘুরে গেছে, বেশ কিছু গাছ ছোট ও মাঝারি হলেও বেশির ভাগ গাছ ২০ থেকে
৩০ ফুট লম্বা। এসব গাছ প্রতি ৮ থেকে ১০ মণ করে জ্বালানি কাঠ হবে। যার প্রতি মণ
১৮০ টাকা ধরে ২৬৮টি গাছের খড়ির বাজার মূল্য আসে প্রায় ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৯২০
টাকা। এছাড়া কাঠ বাবদ আসে আরও ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে ২৬৮টি
গাছের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এছাড়া এই ২৬৮টি গাছের নাম করে
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মূল্যবান গাছও কেটে নিয়ে যাচ্ছে তারা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের
কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে ফেলে রাখা প্রায় ৩৮টি গাছ বিনা মূল্যে টেন্ডার
ক্রয়কারীদের দিয়ে দেয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে। এস্টেট শাখার প্রধান পারভেজ
হোসেন বলেন, 'এটা ঠিক যে আমরা ন্যায্য মূল্য পাযনি। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের
গাছ কেউ নিতে চায় না। নিলেও তারা ঠিকমতো দাম দিতে চায় না।